سورة الزلزال

সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۝ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে; যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন পৃথিবী তার কঠিন কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী তার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, (বোঝা বলে ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার ও মৃতদেরকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পূর্বেও ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিয়ামতের পূর্বে যেসব ভূগর্ভস্থ সম্পদ বাইরে আসবে; সেগুলো সম্ভবত কালপ্রবাহে আবার মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদ বাইরে চলে আসার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, যারা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে, তারা যাতে স্বচক্ষে ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেয়)। এবং (এই পরিস্থিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হল (যে, এভাবে প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সব গুপ্ত ভাণ্ডার বাইরে চলে আসছে) ? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করবে ভাল অথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের ময়দান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ যাদের হিসাব সমাপ্ত হবে, তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী দলে বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হবে) যাতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (যদি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। নতুবা যদি কুফরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় অথবা ঈমান ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম মিটে যায়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ কর্ম নয়। তাই সামনে আসবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا—আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا—এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম ? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক-ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম ? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম ? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।—(মুসলিম)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ—আয়াতে خَيْر বলে শরীয়তসম্মত সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে ; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্‌গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানেরও অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ—জীবদ্দশায় তওবা করেনি—এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ্ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ্ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাযা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা) বলেনঃ কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতকে الفاذة الجامعة—অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা যিলযালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাযহারী)